সৃজনশীল বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা শিল্পকলা একাডেমি, সিলেট
shilpakala.sylhet.gov.bd

৪৩.২০.৯১০০.০০১.১৬.০০১.১৯.৪৯ (১-৩)

২১ ফাল্গুন ১৪২৭
৪ মার্চ ২০২১

সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন : ফেব্রুয়ারি ২০২১

০১। ২০২১ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম : শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রণীত নীতিমালা ও পাঠ্যক্রম অনুযায়ী জেলা শিল্পকলা একাডেমির ২০২১ শিক্ষাবর্ষে শিশু বিভাগের আওতাধীন সংগীত, নৃত্য ও চারুকলা এবং সাধারণ বিভাগের আওতাধীন সংগীত, নৃত্য, চারুকলা, আবৃত্তি, নাটক ও তবলা বিষয়ে ভর্তির আবেদন আহ্বানপূর্বক আসন খালি থাকা সাপেক্ষে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। এখানে উল্লেখ্য যে, করোনা পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে এ বছর ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়নি।

০২। ৫ দিনব্যাপী চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে সিলেটে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় ৫ দিনব্যাপী ১৯তম চারুকলা প্রদর্শনী ২০২০। বিকাল ৪টায় শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিলেট এম কাজী এমদাদুল ইসলাম। জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্ত এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী পর্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নাট্যব্যক্তিত্ব ভবতোষ রায় বর্মণ, বিটিভি সিলেট প্রতিনিধি ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি এডহক কমিটির সদস্য মুক্তাদীর আহমদ মুক্তা এবং একাডেমির চারুকলা বিভাগের প্রশিক্ষক অমলেশ রায়। আবৃত্তিশিল্পী নাফিসা তানজীনের সঞ্চালনায় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী চারুশিল্পীদের চিত্রকর্মের সমন্বয়ে তৈরিকৃত ক্যাটালগের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সংক্ষিপ্ত আলোচনাপর্ব শেষে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী চারুশিল্পীদের মধ্যে ৬টি ক্যাটাগরিতে ৬জন চারুশিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রদর্শনী শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন জয়দ্রথ সরকার জিৎ, চারুকলা সাধারণ বিভাগে ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন যথাক্রমে লিমন আহমদ, সৈয়দা রাইদা সাবাহাত দিয়ানাহ্ ও অনামিকা রায় এবং শিশু বিভাগে ১ম ও ২য় বর্ষ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন যথাক্রমে খন্দকার মাহবীর আল মুহাইমিন ও মানবিকা দাস মেঘা। জলরং; তৈল রং; প্যাস্টেল; পেন স্কেচ; পেন্সিল স্কেচ; এ্যাক্রেলিক; কালার পেন্সিল; পোস্টার কালার ও রংপেন্সিল মাধ্যমে একাডেমির চারুকলা বিভাগের প্রশিক্ষণার্থীদের অংকিত বঙ্গবন্ধু; মুক্তিযুদ্ধ; ভাষা আন্দোলন; ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি; গ্রামবাংলার দৃশ্যপট; প্রকৃতি; বিখ্যাত মণীষী ইত্যাদি বিষয়ের ৭২জন চারুশিল্পীর ৭২টি চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী দিনে স্বাস্থবিধি মেনে উপস্থিত দর্শনার্থীদের সংখ্যা ছিল লক্ষ্যণীয়। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত এই প্রদর্শনীটি শেষ হয় ৬ ফেব্রুয়ারি।

০৩। বসন্ত উৎসব আয়োজন : বাউল গান, আবৃত্তি, নৃত্য ও সম্মেলক সংগীতের বর্ণিল পরিবেশনার মাধ্যমে সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমি বরণ করলো ফাগুনকে। ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ উপলক্ষে ১লা ফাল্গুন বিকাল ৪টায় শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠানের। উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম। উৎসবের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা কালচারাল অফিসার অসিত বরণ দাশ গুপ্ত। একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী নাফিসা তানজীন ও নাজহাত নেওয়াজ ফারিহার যৌথ সঞ্চালনায় সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন বাউল সূর্য্যলাল দাস, গৌতম চক্রবর্ত্তী, পল্লবী দাস মৌ, অর্ণিষা দাস পর্ণা, অর্পিতা তালুকদার ও প্রিয়াংকা রাণী দাশ। পূর্ণিমা দত্ত রায়, অরুণ কান্তি তালুকদার, শিনিয়া সাহা ঝুমা ও প্রতিভা রায় কেয়ার পরিচালনায় শিল্পকলা একাডেমির সংগীত সাধারণ ও শিশু দল এবং নৃত্য সাধারণ ও শিশু দলের দলীয় পরিবেশনার পাশাপাশি উৎসবে আমন্ত্রিত সংগঠন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন একাডেমি ফর মণিপুরী কালচার এন্ড আর্ট, ছন্দনৃত্যালয়, অনির্বাণ শিল্পী গোষ্ঠী ও মৃত্তিকায় মহাকাল সিলেট। এছাড়াও উৎসবে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে শিশু ও তরুণ-তরুণীদের আল্পনার মাধ্যমে বসন্তের রঙে রাঙিয়ে দেয়া হয়। মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা ও বর্ণিল আয়োজনে বিমোহিত আগত সকল দর্শক।

[চলমান পাতা -২]